রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৩১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৩১, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১৩—৬৪০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৮৯—১০০৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪৯—৩৬৭
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০০৯—১০৫২

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১০ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১৮.২৫-১৭৫—যেহেতু, জনাব মোঃ সাঈফ আহমেদ নাসিম (১০৯২৩০৫২), সহকারী সচিব (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মিরপুর, কুষ্টিয়া) এর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়রকে ক্ষমতায় পুনর্বহালের প্রচেষ্টার ফোনালাপ ২১-০৫-২০২৫ তারিখে "বৈশাখী নিউজ" এর ফেইজবুক পেইজে (লিংক https://www.facebook.com/share/v/1BWoiSjjCh/) প্রচারিত হয়; তার অফিসিয়াল দায়িত্ব বহির্ভূত, অপ্রয়োজনীয় ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ফোনালাপে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার নিজের ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ায় জনস্বার্থে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়; কর্মস্থল হতে তাৎক্ষণিক বদলি করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত হয়;

যেহেতু, তার উক্তরূপ শৃঙ্খলা পরিপন্থি কার্যের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০২৫ রুজু করে অভিযোগনামায় তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি দায়িত্বশীল পদে থেকে অপ্রয়োজনীয় ফোনালাপ করার ভুল স্বীকার করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তিনি নিজেকে একজন নবীন কর্মকর্তা উল্লেখপূর্বক ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না মর্মে অঙ্গীকার করেন;

যেহেতু, শুনানি অন্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিজ্ঞতার অভাবে তিনি অপ্রয়োজনীয় ফোনালাপে জড়িয়ে পড়েন; সঠিক পরামর্শের জন্য তাকে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলা উচিৎ ছিল; সার্বিক বিবেচনাক্রমে তাকে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাঈফ আহমেদ নাসিম, সহকারী সচিব (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মিরপুর, কুষ্টিয়া)-কে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০২৫ নিষ্পত্তি করা হলো। একই সাথে তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়াসহ বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৯ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৬.২৪.১৩৫—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	হরিয়াশা	৯৩	৮৪২	০৮	জাজিরা	শরীয়তপুর	বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট ০৫(৩৪১, ৩৪২, ৭৫৩, ৭৫৭ ও ৭৫৮) টি খতিয়ান ব্যতিরেকে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
যুগ্মসচিব।

শাখা নং-১১

এল.এ মামলা নং ৩৬/১৯৭৭-৭৮ (বাপাউবো)

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-১২-১৯৭৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছেন।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: গাইবান্ধা সদর, মৌজা: গোঘাট, জে, এল নং ১২১।

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
৯০	২৩৯১	০.০২
৯০	২৩৯৭	০.২৮
১৬২	২৪০৫	০.৪৮
১৬২	২৪০৬	০.০১
৯০	২৪০৭	০.৭৮
১৫৪	২৪০৮	০.৪৮
১৬২	২৪০৯	০.২৪
৯০	২৪১২	০.৬৬
	মোট=	**২.৯৫ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল,এ মামলা নং ২০/১৯৬৪-৬৫ (বাপাউবো)

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৫-০৩-১৯৬৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: সাঘাটা, মৌজা: ঝাড়াবর্ষা, জে.এল নং-৪২।

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
৪১২	২৮২৭	০.০২
৪১৩	২৮২৮	০.০৮
৪২৭	২৮২৯	০.১০
৪০৮	২৮৩০	০.২০
৪০৮	২৮৩১	০.১৩
	মোট=	০.৫৩ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল, এ মামলা নং ৩৭/৬৬-৬৭ (বাপাউবো)

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৯-০৫-১৯৭১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: সুন্দরগঞ্জ, মৌজা: লালচামার, জে, এল নং-৭৫।

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
৫৯৬	১১	০.০৩
৩৯০	১৩	০.২৫
৫৯৬	১৪	০.৩৪
৩৯০	১৫	০.১৬
৩৯৫, ৪০৩	১৬	০.১৮
৩৮২	১৭	০.০৬
৩৯৬	২৪	০.৩২
৪১৪	২৬	০.১৭
৪১৫	২৭	০.১৫
৩৮৩	২৮	০.২৫
৩৯৬	২৯	০.১৬
৩৯৭	৩০	০.১১
৩৯৭	৩১	০.১১
৩৭৫	৩২	০.১০
৩৬৮	৩৩	০.১৩
৪৩০	৪৬	০.৫০
৪২৬	৪৭	০.১৩
৪২৪	৪৮	০.১১
৪২০	৪৯	০.১৬
৪২০	৫০	০.১৫
৪২৬	৫১	০.১৫
৪৩৯	৫২	০.০১
৩৮৩	৬০	০.১০
৫৯৬	৬১	০.২৭
৪০৪	৬৫	০.০৩
৬৫৯	৬৬	০.০২
৩৯২	৬৭	০.২৫
৩৯৫	৬৮	০.৩৫
৬৫৯	৬৯	০.০৩
৪০৩/৩৯৫	৭০	০.০৪
৩৯৫	৭১	০.০৫
৪১৫	৭২	০.১৬
৬৫৯	৭৩	০.০৮
"	৭৪	০.০১
৫৮৬	৭৫	০.২৬
৫৮৫	৭৬	০.০১
৫৮৪	৭৭	০.২৮
"	৭৮	০.২৬
৫৮৯	৭৯	০.৩০
৫৯৯	৮০	০.১৬
৫৮৪	৮১	০.০২
৬০০	৮২	০.৫২
৫৯৯	৮৩	০.৫২
৩৬৭	১৭০	০.০৫
৪৪০	১৭১	০.২২
৪২৬	১৭২	০.০১
৩৭৮	৭৯৯	০.৬৮
৪২২	৮০০	০.০২
৪২০	৮০১	০.০১
৬০০	৮০২	০.০১
৩৭৯	৮০৩	০.৪০
৫৭২	৮০৪	০.১৫
৪২৬	৮০৫	০.০২
৩৭৩	৮০৬	০.০২

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
২৫৬	৮০৯	০.২৮
২৫৭	৮১৪	০.০১
"	৮১৫	০.০৩
"	৮১৬	০.২৫
৯২৮	৮১৭	০.৫৪
২৫৭	৮১৮	০.১২
৯২৮	৮১৯	০.১১
৯২৪	৮২০	০.১৭
৯৬০	৮৩১	০.৪৮
"	৮৩২	০.০৬
৯৩৬	৮৩৪	০.২১
"	৮৩৫	০.১৮
৯৩৩	৮৩৭	০.০১
৫২৯	১২৮০	০.১৪
৯৫৯	১২৮১	০.০৯
৯৪০	১২৮২	০.৩৪
৬৪০	১২৮৩	০.৫৬
৯৪১	১২৮৭	০.০১
৪৯৯	১২৮৮	০.৪১
৯৩৯	১২৮৯	০.৫৫
১/৫০০	১২৯০	০.৭৭
৬৩১	১২৯২	০.০১
২৫৮	১২৯৩	০.৫৩
৪৭১	১২৯৪	০.৩১
২৫৮	১২৯৫	০.১১
১১৭৮	১২৯৬	০.২৫
২৫৮	১২৯৮	০.১৪
"	১২৯৯	০.২২
৫২২	১৩০০	০.৩৪
৫২৯	১৩০১	০.১৪
৯৩১	১৩০২	০.৫৮
৫২৯	১৩০৩	০.০৪
২৫৮	১৩০৪	০.২৬
৫০২	১৩১০	০.১৬
৩৬৫	১৩১১	০.১৭
৩৬৫	১৩১২	০.১৬
৬০৮	১৩১৩	০.০৯
৬০৯	১৩১৪	০.১৫
৫০৮	১৩১৫	০.০৩
৬০৯	১৩১৮	০.০১
৪৯৪	১৩৬৬	০.০৮
৪৯২	১৩৮২	০.০১
৪৯৩	১৩৮৩	০.১৪
৪৯৫	১৩৮৪	০.১২
৪৯৬	১৩৮৫	০.০৯
৪৯১	১৩৮৮	০.০৪
"	১৩৮৯	০.২৪
৮৪৪	১৩৯০	০.৩৮
৩৬৬	১৩৯১	০.০১
	মোট=	**১৯.১৭ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল,এ মামলা নং ১০২/১৯৬৭-৬৮ (বাপাউবো)

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-১২-১৯৭৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: ফুলছড়ি, মৌজা: গজারিয়া,
জে, এল নং-৬৮।

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একর)
২৩৪৯	১৪৯৫৫	০.০৪
২০৬	১৪৯৫৬	০.০৩
	মোট=	**০.০৭ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল,এ মামলা নং ৪৯/১৯৫৮-৫৯ (বাপাউবো)

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৬-০৪-১৯৬১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: সাঘাটা, মৌজা: ঝাড়াবর্ষা, জে, এল নং-৫২।

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
১৭৩	২৮৫	০.৫৪
৭	১০৭০	০.৩৬
৭	১০৬৬	০.৩৪
১৯১	২৬৯	০.৩১
১৫০	২৭১	০.২৬
১৪৯	২৭৩	০.২০
১৫০	২৭৪	০.২৪
১৯৪	২৮২	০.৮০
১৯২	২৮১	০.২৩
১৮৬	২৭৫	০.৩৯
১৯৯	২৭০	০.৫৩
১৪৫	২৭২	০.২২
১৬৫	২৮০	০.৩৮
১৮৬	২৭৬	০.৩৭
	মোট=	**৫.১৭ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ৮৮/১৯৭০-৭১

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৪-০২-১৯৭২ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: সুন্দরগঞ্জ, মৌজা: রামডাকুয়া, জে.এল নং-৪৩।

সি, এস খতিয়ান	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৯৪	৩৫	০.০৪
৩২১	৩৭	০.১৬
৩২০, ৩২২	৩৮	০.৩২
৩৪২	৪০	০.২২
৩৪২	৪১	০.২০
৩৪২	৪২	০.৩৮
৩২৫	৪৩	০.৩২
৩৩২	৮৩	০.০৭
৩৩২	৮৪	০.১৬
৩৩২	৮৫	০.১৬
৩৩২	৮৬	০.০৪
৩৩১	৯০	০.১৫
৩৩১	৯১	০.১৫
৩২৮, ৩২৯, ৩৩০	৯২	০.২৮
৩২৬	৯৩	০.২৯
৩৬২	৯৫	০.২১
৩৫৯, ৩৬১	৯৬	০.৫৮
৯৬	৯৭	০.১০
৯৬	১০০	০.১২
১৬৯	১০১	০.১৫
১৬৮	১০২	০.২২
৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১	১০৪	০.৪৮
৩৯৬	১০৫	০.২৫
৩৯৬	১০৬	০.১৭
৩১২	১০৭	০.০৬
৩০৯	১০৮	০.২৬
৩১১, ৩১২	১০৯	০.১৫
৩৯৬	১১০	০.০৬
৩৯৭, ৪০০, ৪০১, ৪০৩, ৪০৪	১১৫	০.২৪

সি, এস খতিয়ান	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২	১১৯	০.০৮
৪০৪	১২০	০.১৮
১৬৫	১২১	০.৪৮
১৬৪	১২৭	০.২৪
৭৯	১২৮	০.৩২
২০৩	১৩১	০.২৩
৬৩	১৩৪	০.৪৬
১৯০	১৩৫	০.৫২
	মোট=	**৮.৫০ একর**

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: সুন্দরগঞ্জ, মৌজা: তারাপুর, জে.এল নং-৩৪।

সি, এস খতিয়ান	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১৫৮০	২৫১৪	০.১৮
১১১০	২৫১৫	০.১৮
৯৮৬	২৫১৬	০.০৭
৯৭৮	২৫১৭	০.৩০
৯৮১, ৯৮২	২৫১৮	০.০৩
১০৩৫/১০৫৭	২৫৮০	০.০২
১০২৯	২৫৮১	০.২২
১০৩৩/১০৫৫	২৫৮২	০.২৫
৯২৬ ৯৯৭/১০১৬ ১০১৫	২৫৮৩	০.৫৪
১৫৬৯/১৫৯০	২৫৮৪	০.০৮
১০৪৪/১০৬৩	২৬২৪	০.০৮
১০৩৬/১০৫৯	২৬২৫	০.০২
১০৪৪/১০৬৩	২৬২৬	০.৪৬
৮৭৯/৮৮২	২৬২৭	০.০৫
১১০৩/১১১৯	২৬৪০	০.০১
১০৪২/১০৬২	২৬৪১	০.২২
১০৩৯/১০৬০	২৬৪২	০.০২
৯৭৮/১০১৭	২৬৪৩	০.২৩
১০৩৬/১০৫৯	২৬৪৪	০.১৩
১০৪৩/১০৬৪	২৬৪৭	০.১৮
১০৪২/১০৬২	২৬৪৮	০.২৬
১০৩৯/১০৬০	২৬৪৯	০.২৫
১০৯৮/১১২০	২৬৫০	০.৩৪
১১০১/১১২৩	২৬৫১	০.০১
১১০৩/১১১৯	২৬৫২	০.০১
১০৯৮/১১২০	২৬৫৬	০.১৪
১১০০/১১২২	২৬৫৮	০.১২
১১০০/১১২২	২৬৫৯	০.২০
৯০৪/৭৯৬	২৬৬০	০.৩৬
৯০৪/৭৯৬	২৬৭৪	০.০২
৯০৪/৭৯৬	২৬৭৬	০.০৭
৯০৪/৭৯৬	২৬৭৭	০.০২
৮৮০	২৬৭৮	০.০৫
৮৮০	২৭১৪	০.০৪
৮৮০	২৭১৫	০.০২
১১১৪	২৪৯৮	০.০১
১১১৪	২৭১৬	০.০২
৩৯২	২৯৩৯	০.৬৪
৪৯২	২৯৪৭	০.৩৪
৪৮৫	২৯৪৮	০.১০
৪১০	২৯৫৩	০.১৫
১৯৫	২৯৫৪	০.১১
১৯৫	২৯৫৫	০.০৫
৪৯২	২৯৫৬	০.০৫
১৯৫	২৯৫৯	০.১২
১৯৫	২৯৬০	০.৪৪
১৯৭	২৯৬১	০.০৬
১৯৭	২৯৬২	০.১৫
২৩৯৮, ৩৯৯, ৩৯৮, ৩৯৬	২৯৮৯	০.১৩
৩৭/৫০	৪৭২৯	০.০৪
৩৭/৫০	৪৭৩১	০.০২
১৯৬, ১৯৭	৫৭১৮	০.৫০
৩৭	৫৭১৯	০.১১
৩৭	৫৭২০	০.০৩
২৯১, ২৯২	৫৭২১	০.১৪
৫১০	৭০০২	০.৬৮

সি, এস খতিয়ান	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৫০৯	৭০০৩	০.২৮
৫১৩	৭০১৩	০.০৯
১৭১	৭০১৫	০.২০
১৬৯	৭০১৬	০.০৪
১৬৯	৭০১৭	০.০৩
৩৩৫	৭০১৮	০.০৭
৩৪০	৭০৩৮	০.১৯
৩৪০	৭০৩৯	০.১৫
৩৪০	৭০৪০	০.০১
৩৪০	৭০৪২	০.১৫
৩৪০	৭০৪৩	০.১৬
৬৬৩	৭০৫৩	০.৫৪
৬৬৩	৭০৫৪	০.২৫
৭৪৯	৭০৫৫	০.২২
৫৩৬	৭০৫৬	০.১২
৫৩৬	৭০৫৭	০.২৬
৪৫৯, ৪৬২	৭১২৫	০.৩০
৪৫৬, ৪৬১	৭১২৬	০.৩৮
৪৫৬, ৪৬১	৭১৩১	০.৪৪
৫৫০	৭১৩২	০.০২
৫৫০	৭১৩৬	০.১৪
৫৫০	৭১৩৭	০.৪৬
৫৫০	৭১৩৮	০.৩১
৭২৭, ৭২৮	৭২৮৭	০.০১
২০২	৭২৮৮	০.১৮
১৯৯	৭২৮৯	০.৪২
২০১	৭২৯১	০.২৬
২০১	৭২৯২	০.২৩
২০০	৭২৯৩	০.৫৬
৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০	৭২৯৪	০.৩৮
৭২০	৭২৯৫	০.৩৮
৭২১	৭২৯৬	০.২৮
৭১৪	৭২৯৮	০.৪৪
৭১২, ৭১৩, ৭১৫	৭২৯৯	০.৩৪
৫৮৭	৭৩০০	০.১৫
৫৮৮	৭৩০১	০.০২
১	২৭৩৬	০.৪০
১	২৪৬১	০.০২
	মোট=	**১৭.৫৩ একর**
	সর্বমোট =	**২৬.০৩ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল, এ মামলা নং ৮(১৬)/১৯৬০-৬১ (বাপাউবো)

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: গাইবান্ধা, মৌজা: বারবলদিয়া, জে.এল নং ১০৭।

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
১৩৫৬	৮০০৩(অংশ)	০.১০
৭২৭/৩	৮৪৩৮(অংশ)	০.১৬
৬৭৬	৮৪৩৯	০.০৭
৭২৬	৮৪৪০	০.২৭
৬৯৯	৮৪৪১	০.৩৭
৬৭৯	৮৪৪২	০.৩১
৭১৭	৮৪৪৩	০.১১
৭১৭	৮৪৪৪(অংশ)	০.২০
৬৯৫	৮৪৫০(অংশ)	০.২০
৬৭৬	৮৪৫১(অংশ)	০.২০
৫৭৪	৯১৫১(অংশ)	০.০১
৫৭৪	৯১৬২(অংশ)	০.০৬
৭৮	৯১৬৩(অংশ)	০.২৮
৫৭৪/৭	৯১৬৪(অংশ)	০.১০
৬০	৯১৭৯(অংশ)	০.০২
৬০	৯১৮০(অংশ)	০.০৩
৬০	৯১৮১	০.০৭
৬০	৯১৮২	০.০৬
১৩৫৭	৯১৮৩(অংশ)	০.০৩
৭৬২	৯১৮৪	০.২৭
৭১২	৯২০৪(অংশ)	০.৪০
৭৭০	৯২০৭(অংশ)	০.০৩
৭৭০	৯২০৮(অংশ)	০.০২
৬৯৯	৯২০৯	০.০৯
৬৯৬	৯২১০	০.৪১
৬৯২	৯২১১	০.০৬
৬৯৭	৯২১৩(অংশ)	০.০২
৬৯২	৯২১৯	০.০৩

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
৬৯২	৯২২০	০.২১
৬৯৯	৯২২১(অংশ)	০.০৫
৬৮৮	৯২২৪(অংশ)	০.১২
৭৭৭	৯২২৫(অংশ)	০.৬৫
৭৬৯	৯২৩০(অংশ)	০.২৩
৮১	৯২৩১(অংশ)	০.০৫
৬০	৯২৩২(অংশ)	০.০৮
৬০	৯২৩৩(অংশ)	০.১২
৭১	৯২৩৪(অংশ)	০.০৭
১১	৯২৩৬(অংশ)	০.০২
৮১০	৯২৩৭	০.০৪
৮১০	৯২৩৮	০.১৫
৫৭৪/৪	৯২৩৯	০.১১
৭৪	৯২৪০	০.০২
৫৭৪/৪	৯২৪৪	০.০৬
৫৭৪/৪	৯২৪৫(অংশ)	০.৫৪
৫৭৪/৩	৯২৪৭(অংশ)	০.২৬
৮০২	৯২৫০(অংশ)	০.২৫
৭৬, ৮৪৬	৯২৫২(অংশ)	০.৬২
১৩৫৭	৯২৫৪(অংশ)	০.০৪
৮৩২	৯২৫৯	০.৩২
৭৯৭	৯২৬০(অংশ)	০.৩৫
৮৩৭	৯২৬২(অংশ)	০.০২
৮৩৪	৯৩০১(অংশ)	০.২০
৮০১	৯৩০২	০.৩৬
৮০২	৯৩০৩(অংশ)	০.০৩
৮৪২	৯৩২৩(অংশ)	০.০২
৮৪২	৯৩২৪	০.০৪
৭৮৭	৯৩২৫(অংশ)	০.০৪
৮৪১	৯৩৬৩(অংশ)	০.২০
৬৯৯	৯৩৯৯(অংশ)	০.০৩
	মোট=	**৯.২৮ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল, এ মামলা নং ৮(১৫)/১৯৬০-৬১ (বাপাউবো)

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১২-০১-১৯৬৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: গাইবান্ধা, মৌজা: গোঘাট,
জে.এল নং ১২১।

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
২০২/১	২০৫১(অংশ)	০.০৫
৪৩২	২৫০১(অংশ)	০.১৮
৩৯	১০১৮(অংশ)	০.০২
৩৯	১০১৯(অংশ)	০.৭২
২৮৪	১০২০(অংশ)	০.২৫
১২	১০২১	০.২৫
১২	১০২২(অংশ)	০.০৬
২৯৯	১০২৩(অংশ)	০.০৫
১০৫	২০০৫(অংশ)	০.৩৪
২৮৯	২০০৬(অংশ)	০.০৬
৪০৫	২০১৬(অংশ)	০.৩০
২৭৮	২০১৭(অংশ)	০.৩০
২৭৭	২০১৯(অংশ)	০.৬০
২১৩	২০২০(অংশ)	০.১৪
২৮০	২০২১(অংশ)	০.০৬
১০৬	২০২২(অংশ)	০.১২
৪৪২	২০৪৯(অংশ)	০.০৮
৪০৩	২০৫০(অংশ)	০.০৪
৪০০	২০৫২(অংশ)	০.৩০
৪০৪	২০৫৩(অংশ)	০.৩৮
২০৯	২০৫৪(অংশ)	০.১৭
২৭৭	২০৫৫(অংশ)	০.০৪
২০২	২২৫১(অংশ)	০.০৮
১৭৫	২২৬৯(অংশ)	০.২০
২১৮	২২৭০(অংশ)	০.৬০
২১৮	২২৭১(অংশ)	০.০৫
২১০	২২৭২(অংশ)	০.২৩
৪০০	২২৭৩(অংশ)	০.২০
৫২	২২৭৪(অংশ)	০.৩০
২১৮	২২৭৫(অংশ)	০.২০
২১৮	২২৭৬(অংশ)	০.২৬
৪৪৩	২২৮৫(অংশ)	০.০৬
১৭৫	২৩৮০(অংশ)	০.৩০

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
১৭৬	২৩৮৭(অংশ)	০.৭৮
৭৩	২৩৯০(অংশ)	০.১০
৪৩২	২৩৯১	০.৫০
৪৩৩	২৩৯২(অংশ)	০.১৬
৪৩২	২৩৯৭(অংশ)	০.০২
৪৩২	২৪১১(অংশ)	০.০৩
৪৩২	২৪১২(অংশ)	০.৩৫
৪৩২	২৪১৪(অংশ)	০.০৫
২৮৮	২০০৪(অংশ)	০.৩৬
৪৩২	২৪১৩(অংশ)	০.৩০
	মোট =	**৯.৬৪ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল, এ মামলা নং ৮(৭)/১৯৬০-৬১ (বাপাউবো)

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৬-০৪-১৯৬১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: সুন্দরগঞ্জ, মৌজা: বেলকা, জে.এল নং ৫১।

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
১৬২০	৭১৭৯(অংশ)	০.৪৮
৮৪৯	৭২৪৫(অংশ)	০.১১
৮৪৯	৭২৪৬(অংশ)	০.১৬
১২৩৪	৭২৪৭(অংশ)	০.২২
১২৬৯	৭২৪৯(অংশ)	০.০৪
১২৬৬	৭২৫০(অংশ)	০.২৪
১২৩৪	৭২৫১(অংশ)	০.২৬
৮৫১	৭২৮৭(অংশ)	০.০৩

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একরে)
১২৪৩	৯৬৭৭(অংশ)	০.৫০
১২৩৮	৯৬৭৯(অংশ)	০.২২
১২৩৮	৯৬৮৪(অংশ)	০.০২
১২৩৮	৯৬৮৫	০.০৩
১২৩৮	৯৬৮৬	০.০৩
১২৩৮	৯৬৮৭(অংশ)	০.০২
১২৩৮	৯৬৮৯(অংশ)	০.০৮
১২৩৮	৯৬৯০(অংশ)	০.২৮
১২৩৮	৯৬৯১(অংশ)	০.০১
১২৩৮	৯৬৯৪(অংশ)	০.১৪
১২৩৮	৯৬৯৬(অংশ)	০.১২
১২৩৫	৯৬৯৮(অংশ)	০.২০
১২৬৮	৯৬৯৯(অংশ)	০.২২
১২৬৭	৯৭০০(অংশ)	০.২২
১২৩৫	৯৭০১(অংশ)	০.২৫
১২৫৭	৯৭০২(অংশ)	০.০৫
১২৩৮	৯৭০৩(অংশ)	০.০২
১৭২০	৯৭৪৪(অংশ)	০.০৪
১২৬৩	৯৭৫১(অংশ)	০.৪০
১২৪৮	৯৭৫৩(অংশ)	০.০৬
১২৩৭	৯৭৫২(অংশ)	০.০৮
১২৬৬	৯৭৫৪	০.২৪
১২৪৫	৯৭৫৫(অংশ)	০.০৬
১২৬৭	৯৭৭৪(অংশ)	০.০৫
	মোট=	**৪.৮৮ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল, এ মামলা নং ৪৫/৭২-৭৩

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০১-০৯-৭৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: সাদুল্লাপুর, মৌজা: জয়েনপুর।

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একর)
৬৪৭	৪৪৯	০.৪০
৬৫৭	৫৬৬	০.৬০
	মোট=	**১.০০ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল, এ মামলা নং ৫০/৬২-৬৩ (সওজ)

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২২-০৬-১৯৬৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

জমির নক্সা গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

তফসিল

জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: গাইবান্ধা সদর, মৌজা: গোবিন্দপুর, জে, এল নং ৯৯।

সি, এস খতিয়ান	সি, এস দাগ	জমির পরিমাণ (একর)
১০৭৩	৮০৪৪	০.৩৯
১৪৩০	৮০৪৫	০.০১
	৮০৪৬	০.০৩
১৪৩১	৮০৪৭	০.১৭
	৮০৪৮	০.০৭
	৮০৪৯	০.৪৭
১৪৩২/২	৮০৫০	০.০৪
১৪৩৪, ১৪৪৭/৩	৮০৫১	০.১০
১৪৩৩, ১৪৩২/১, ১৪৩২/২	৮০৫৩	০.১০
১৪৩১	৮০৫৫	০.২৪
১৪২৭/৪	৮০৫৬	০.৭৩
১৪৩৭	৮০৫৭	০.৪১
১৪৩৭	৮০৫৮	০.০৯
১০২২/১	৮০৫৯	০.০৯
১০১৩/১	৮০৬০	০.৩৩
১০১৩/১	৮০৬১	০.০২
১০১৩/১	৮০৬২	০.০১
১৪২৭/১	৮০৬৩	০.২৩
১০২৩	৮০৬৪	০.০২
	মোট=	**৩.৫৫ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর
ভূমি হুকুমদখল শাখা

এল, এ কেস নং ০২/৪/(জি)/৬৯-৭০

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.২৪.১৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৩-০৬-৭৫ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা: দিনাজপুর, উপজেলা: পার্বতীপুর, মৌজা: পার্বতীপুর, জে, এল নং ৪০।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৫৭০৭	১.৫২
৫৭০৭/৭৮০৬	০.০৯
মোট	১.৬১ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নং ৫০/৭২-৭৩

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯.১৭৪—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩(তিন) ধারা মোতাবেক ২৪-০৮-১৯৭৩ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা: সাপটানা, জেএল নং ২৪, উপজেলা: লালমনিরহাট সদর, জেলা: লালমনিরহাট (সাবেক রংপুর)।

খতিয়ান নং (এসএ)	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৭৮২	৭৪৪	০.২০
১৭৮০	৭৪৫	০.১৭
১৭৮০	৭৪৯	০.২২
১৭৬৭	৭৫১	০.৪০
মোট জমির পরিমাণ		**০.৯৯ একর**

জমির নক্সা ও কেসনথি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট এর এলএ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নং ২৯/৭৭-৭৮

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯.১৭৪—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩(তিন) ধারা মোতাবেক ০৯-০২-১৯৭৮ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা: রসুলগঞ্জ, জেএল নং ২০, উপজেলা: পাটগ্রাম, জেলা: লালমনিরহাট (সাবেক রংপুর)।

খতিয়ান নং (এসএ)	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৯৭	৫৭৭	০.৩৪
১৯৭	৫৮০	০.০২
১৯৭	৫৮১	০.১৮
১৯৮	৫৭৬	০.৬৪
২২৫	৫৮৭	০.০৭
৩০৮	৫৮২	০.১৫
৩০৯	৫৮৮	০.০৫
২১৭	৫৭৯	০.১০
মোট জমির পরিমাণ		**১.৫৫ একর**

জমির নক্সা ও কেসনথি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট-এর এলএ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নং ৪০/৭২-৭৩

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯.১৭৪—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩(তিন) ধারা মোতাবেক ২৪-০৮-১৯৭৩ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা: রসুলগঞ্জ, জেএল নং ২০, উপজেলা: পাটগ্রাম, জেলা: লালমনিরহাট (সাবেক রংপুর)।

খতিয়ান নং (এসএ)	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১২৩	২০৮	০.৩৬
১২৩	২০৯	০.১০
১২৩	২১০	০.০৮

খতিয়ান নং (এসএ)	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৮১	২১১	০.১৬
৮২	২১২	০.১২
৮৪	২১৪	০.৪৮
১২৩	২১৫	০.১৪
১২৩	২১৬	০.৫৪
৭০	২১৭	০.১৫
৭৮	২১৮	০.০৬
৭৮	২১৯	০.৫৬
৮৫	২২০	০.২৯
৮৫	২২১	০.৫৫
৮৫	২২২	০.০৯
১৪৬	২৩৬	০.৪০
৯০	২৩৭	০.৪১
মোট জমির পরিমাণ		৪.৪৯ একর

জমির নক্‌সা ও কেসনথি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট-এর এলএ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নং ১০৩/৭৭-৭৮

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯.১৭৪—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩(তিন) ধারা মোতাবেক ১৭-০৫-১৯৭৮ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা: রসুলগঞ্জ, জেএল নং ২০, উপজেলা: পাটগ্রাম, জেলা: লালমনিরহাট (সাবেক রংপুর)।

খতিয়ান নং (এসএ)	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৩১৫	১০১০	০.৪০
৩১৮	১০১৫	০.১৮
৩২১	১০১৭	০.১৫
১৮১	৫৩২	০.১৯
৩১৫	১০০৭	০.০৪
৩১৬	১০০৮	০.৩৪
৩১৭	১০১১	০.১৮
৩১৫	১০১২	০.০১
৩১৯	১০১৩	০.৩৩
৩২০	১০১৪	০.১২
৩১৮	১০১৬	০.০২
মোট জমির পরিমাণ		১.৯৬ একর

জমির নক্‌সা ও কেসনথি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট-এর এলএ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নং ২৭/৭৭-৭৮

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯.১৭৪—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩(তিন) ধারা মোতাবেক ০৯-০২-৭৮ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা: তালুক বানীনগর, জেএল নং ৩৪, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: লালমনিরহাট (সাবেক রংপুর)।

খতিয়ান নং (এসএ)	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৩	৮০	১.০১
	৮১	০.৪৯
মোট জমির পরিমাণ		১.৫০ একর

জমির নক্‌সা ও কেসনথি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট-এর এলএ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নং ২০১/৮০-৮১

ফরম "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯.১৭৪—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩(তিন) ধারা মোতাবেক ০৬-০৪-১৯৮১ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল।

তফসিল

মৌজা: আদিতমারী, জেএল নং ৯৬, উপজেলা: আদিতমারী (সাবেক কালীগঞ্জ), জেলা: লালমনিরহাট (সাবেক রংপুর)।

খতিয়ান নং (এসএ)	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৫২৭, ১৫৯	১১০৮	০.৩২
৫২৭, ১৫৯	১১০৯	০.২৮
৫২৭, ১৫৯	১১১০	০.০৫
মোট জমির পরিমাণ=		**০.৬৫ একর**

জমির নক্সা ও কেসনথি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট-এর এলএ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

পার-২ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৯.০০.০০০০.১১০.৯৯.০১২.২৩-৪৫২—স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৪৫.২৪-৯৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে জনাব মো: শামসুল আলম শাহ, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী এর গত ২০-১০-২০১১ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত চাকরি হতে বরখাস্তকরণ গুরুদণ্ডাদেশ বাতিল করা হয়।

২। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত কর্মকর্তার চাকরি হতে বরাখাস্তকরণ আদেশ এর তারিখ অর্থাৎ ২০-১০-২০১১ খ্রি. তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে চাকরিতে যোগদানপত্র নির্দেশক্রমে গৃহীত হলো।

মুহাম্মদ মকবুল হোসেন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

পার-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ জুন ২০২৫

নং ৪৫.০০.০০০০.১৪৮.১১.০০৮.২৪-৪৯০—বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত চাকুরীকাল বিএসআর (পার্ট-১) এর ৪২(২) এবং ৩০০(বি) নং বিধি অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা নির্দেশক্রমে সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হলো :

নং	নাম ও কোড	বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে মোট চাকুরীকাল
১.	ডা: মো: মাহবুবুল আলম (১৪৭১৯৪)	২৮-০২-২০২২ তারিখ হইতে ৩১-০৮-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকুরীকাল ০২ বছর ০৬ মাস ০৩ দিন

২। বেতন নির্ধারণের জন্য পূর্ব পদের চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে পূর্ব পদে ভোগকৃত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় বাদ যাবে এবং বর্তমান পদে পূর্বপদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সনজীদা শরমিন
যুগ্মসচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ জুন ২০২৫ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.০৫২.২৫-৫৩৩**—যেহেতু ডা. শাওন মল্লিক জয় (১৩৯৬১০), সহকারী রেজিস্ট্রার, মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ-কে গাজীপুর মহানগরের বাসন থানার ২৮-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখের ২৬ নং মামলায় পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর ৮(১)/৮(২)/৮(৩)/৮(৪) ধারার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়;

যেহেতু, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৪-০৫-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৩৭০নং স্মারকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা অনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তাকে ২৮-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গত ২৫-০২-২০২৫ খ্রি. তারিখে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন;

যেহেতু, বর্তমান অবস্থায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ নেই;

সেহেতু, ডা. শাওন মল্লিক জয়ের সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সাইদুর রহমান
সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
টিভি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/১৫ মে ২০২৫

নং ১৫.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০১.২৪-১৮৭—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রে কর্মরত আছেন;

২। যেহেতু, বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্রের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাক-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ০১/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের গত ২০ আগস্ট ২০২৪ তারিখের ২৪৩ নম্বর স্মারকে তার নিকট যথানিয়মে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়।

৩। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন এবং তার অভিপ্রায় অনুযায়ী গত ২৬-১১-২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ০৩:৩০ মিনিট তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে তিনি জানান যে, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ক্যামেরা শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ও বিটিভির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির চাপে সহকারী চিত্রগ্রাহক (অনুষ্ঠান/বার্তা) জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের বেতন ভাতাদির জটিলতা নিরসনের জন্য জন্ম তারিখ কাটাকাটি করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

৪। যেহেতু, তার ব্যক্তিগত শুনানি এবং লিখিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব খাদিজা তাহেরা ববি- কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তিনি গত ১১-০৩-২০২৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা সার্বিক মতামতে উল্লেখ করেন যে, "বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস-এর বিধি-৯ এবং জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস-এর বিধি-২৪ মোতাবেক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ না করে বিধি বহির্ভূতভাবে সহকারী চিত্রগ্রাহক (অনুষ্ঠান/বার্তা) জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের সার্ভিস বুকে জন্ম তারিখ পরিবর্তন করে ০৪-০৪-১৯৬২ এর স্থলে ২৬-০৭-১৯৬৪ লিপিবদ্ধ করেন এবং স্বাক্ষর ও সিল প্রদান করে তিনি তার পেশাগত অদক্ষতা ও অসদাচরণ করেছেন। তার এ আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং শুনানিতে তিনি সশরীরে উপস্থিত হয়ে উক্ত জন্ম তারিখ নিজে সংশোধন করেছেন মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করায় তার অপরাধটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

৫। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা রয়েছে। তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct)-এর অভিযোগে দায়ী করা যায়।

৬। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাকে "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাহবুবা ফারজানা
সচিব।

বেতার-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/০২ জুন ২০২৫

নং ১৫.০০.০০০০.০২১.১৮.২১৭.১১.১৯৩—বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারভুক্ত বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উপ-আঞ্চলিক পরিচালক জনাব মোঃ শরীফ মাহমুদ অপু-কে সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) পাবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা ফারজানা
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১২ আষাঢ় ১৪৩২/২৬ জুন ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৩২.২০২৫-৩৮৮**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আলমগীর (বিপি-৮০০৬১০১৫৩২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), এসপিবিএন-২, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ইতঃপূর্বে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), হাইমচর থানা, চাঁদপুর হিসাবে কর্মরত থাকাকালে চাঁদপুর জেলার হাইমচর থানার সাধারণ ডায়েরী নং-১১৯৯, তারিখ : ৩১-০৫-২০১৯ মূলে হাইমচর থানার এসআই (নিঃ)/মোঃ হুমায়ুন কবির উল্যাহ (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ৩১-০৫-২০১৯ তারিখ অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের উপস্থিতিতে মৃত আক্তার হোসেন আখনের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এসআই (নিঃ)/মোঃ হুমায়ুন কবির উল্যাহ (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) মৃতের হাতের মুষ্ঠিতে চুল এবং পায়ে আঘাতের চিহ্ন থাকার বিষয়ে সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ না করে এবং লাশের ছবি না তুলে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেন। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সুরতহাল প্রস্তুতকারীকে যথাযথ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লাশের বাহ্যিক অবস্থা পর্যবেক্ষণসহ কোনো নির্দেশনা প্রদান করেননি। তার এহেন কার্যকলাপ কর্তব্য-কর্মে অবহেলা,

বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী তথা অসদাচরণের শামিল। জনাব মোহাম্মদ আলমগীর (বিপি-৮০০৬১০১৫৩২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), এসপিবিএন-২, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ইতঃপূর্বে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), হাইমচর থানা, চাঁদপুর এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২৫-০৬-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে, আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আলমগীর (বিপি-৮০০৬১০১৫৩২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), এসপিবিএন-২, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ইতঃপূর্বে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), হাইমচর থানা, চাঁদপুর কে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (ক) মোতাবেক 'লঘুদণ্ড' হিসেবে "তিরস্কার" দণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১১৬.২০২৫-৩৮৭**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম (বিপি-৭৩৯২০৩৭৮৯৭) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, নোয়াখালী ইনচার্জ হিসেবে বাহাদুরপুর তদন্তকেন্দ্র, পাংশা থানা, রাজবাড়ীতে কর্মরত থাকাকালে উক্ত তদন্তকেন্দ্রে কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ মনোয়ার হোসেন ও এএসআই (নিরস্ত্র) মো: সোহেল রানা জনৈক মোঃ জিয়াউর রহমান, পিতা-মৃত নাসির উদ্দিন মন্ডল, সাং-গঙ্গানন্দদিয়া (চরপাড়া মোড়), থানা-পাংশা, জেলা-রাজবাড়ীকে গত ১৪-০৫-২০২১ খ্রি: তারিখ রাতে আটক করে তদন্তকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। মোঃ জিয়াউর রহামানের নিকট-আত্মীয় এবং স্থানীয় লোকজন তাকে কেনো আটক করা হয়েছে তা জানতে তদন্তকেন্দ্রে আসলে তিনি এসআই (নিরস্ত্র) মো: মনোয়ার হোসেন ও এএসআই (নিরস্ত্র) মো: সোহেল রানার মাধ্যমে তাদের নিকট ১০ লক্ষ টাকা উৎকোচ দাবি করেন। সাক্ষী মোঃ জিন্নাহ মন্ডল এবং জিয়াউর রহমানের আত্মীয়-স্বজন দাবিকৃত বড় অংকের উৎকোচের টাকা দিতে অপারগতা জানালে তিনি তাদেরকে এসআই (নিরস্ত্র) মো: মনোয়ার হোসেন ও এএসআই (নিরস্ত্র) মো: সোহেল রানার সাথে কথা বলে বিষয়টি সমাধান করতে বলেন। পরবর্তীতে তিনি এসআই (নিরস্ত্র) মো: মনোয়ার হোসেন ও এএসআই (নিরস্ত্র) মো: সোহেল রানার মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে জিয়াউর রহমানকে ছেড়ে দেন; এবং

২। যেহেতু, তিনি ইনচার্জ হিসেবে বাহাদুরপুর, তদন্তকেন্দ্র, পাংশা থানা, রাজবাড়ীতে কর্মরত থাকাকালে উক্ত তদন্তকেন্দ্রে কর্মরত এএসআই (নিরস্ত্র) মো: ফারুক আহম্মেদ জনৈক মোঃ নাদের মন্ডল, পিতা-আরশেদ আলী মন্ডল, সাং-চরপাড়া মোড়, থানা-পাংশা, জেলা-রাজবাড়ীকে মোটরসাইকেলের কাগজপত্র না থাকায় মোটরসাইকেলটি আটকপূর্বক তদন্তকেন্দ্রে নিয়ে আসলে তার নিকট ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা উৎকোচ দাবি করেন এবং টাকা না দিতে পারলে মাদক মামলা দেয়ার হুমকি প্রদান করেন। তার এহেন কর্মকান্ড কর্তব্যকর্মে অবহেলা তথা অসদাচরণের সামিল। তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (খ) অনুযায়ী 'লঘুদণ্ড' হিসেবে তাকে "০২ (দুই) বছরের জন্য স্থায়ীভাবে বেতন-বৃদ্ধি স্থগিত" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

৩। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২৫-০৬-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৪। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(২) (খ) অনুযায়ী 'লঘুদণ্ড' হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য স্থায়ীভাবে বেতন-বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ডাদেশের পরিবর্তে "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" এর আদেশ প্রদান করা সমীচীন;

৫। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম (বিপি-৭৩৯২০৩৭৮৯৭) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), নোয়াখালী কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, ইনচার্জ বাহাদুরপুর তদন্তকেন্দ্র, পাংশা থানা, রাজবাড়ী এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (খ) অনুযায়ী 'লঘুদণ্ড' হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য স্থায়ীভাবে বেতন-বৃদ্ধি স্থগিত" এর পরিবর্তে ০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ডের আদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৫ আষাঢ় ১৪৩২/০৯ জুলাই ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৪১.২৪-৪১৮**—যেহেতু, জনাব মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস (বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৭৫), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, খুলনায় সংযুক্ত গত ২৮-১১-২০১৯ তারিখ হতে ১৭-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) হিসেবে শেরপুর জেলায় কর্মরত থাকাবস্থায় রিজার্ভ অফিসের আরও-১ এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ নূরুল হুদা (বিপি-৭৭৯৬০৪১৫২৪) এবং পুলিশ সুপার, শেরপুর এর ড্রাইভার কনস্টেবল মোঃ সোহাগ হোসেন (বিপি-৮৬০৬১০৭৪৫৪) কর্তৃক মাদক গ্রহণ সংক্রান্তে একটি ভিডিও মাদক ব্যবসায়ী অলক সাহার নিকট হতে প্রাপ্ত হন। ভিডিওটি পাবার পর তার দায়িত্ব ছিল যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো। কিন্তু তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি এবং ভিডিওটি হস্তান্তর করেননি। যা তার দায়িত্ব প্রতিপালন না করার শামিল। তিনি পুলিশ সদস্যদের মাদক গ্রহণ সংক্রান্তে প্রাপ্ত ভিডিও হস্তান্তর না করে অসৎ উদ্দেশ্যে শেরপুর শহরের শোভা ডিজিটাল স্টুডিওতে গিয়ে জনৈক সুবীর কুমার গুপ্তের মাধ্যমে ভিডিওটি এডিট করিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল করার ব্যবস্থা নেন। যা তার অপরাধ প্রবণতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার শামিল।

২। যেহেতু, তিনি মাদক ব্যবসায়ী অলক সাহার সাথে পেশা বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপন করে দীর্ঘদিন একসাথে চলাফেরা করেছেন। গত ০১-০১-২০২১ তারিখ হতে ২১-০৭-২০২১ তারিখ পর্যন্ত তার ব্যবহৃত সরকারি মোবাইল ফোন ০১৩২০-১০৬১০৩ হতে অলক সাহার মোবাইল নম্বর -০১৮৭৭-৪৪৫৫৪৪ এ মোট ২৩ বার কথা বলেছেন; তন্মধ্যে ১৫টি কল তিনি করেছেন এবং ৮টি কল তিনি রিসিভ করেছেন। তাছাড়া তিনি বর্ণিত সময়ে তার ব্যবহৃত ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন নম্বর-০১৭১৭-১৬২৪৫৩ হতে অলক সাহার উপরোক্ত মোবাইল নম্বরে মোট ৪৭৬ বার কথা বলেছেন। তন্মধ্যে ১৬০টি কল তিনি করেছেন এবং ৩১৬টি কল তিনি রিসিভ করেছেন। যা তার সাথে একজন মাদক ব্যবসায়ী অলক সাহার নিয়মিত যোগাযোগ ও ঘনিষ্টতার প্রমাণক। যা একজন পুলিশ কর্মকর্তার জন্য অত্যন্ত হানিকর। তার এহেন কার্যকলাপ কর্তব্যকর্মে উদাসীনতা, অপেশাদারিত্ব ও অবহেলার পরিচায়ক এবং বিভাগীয় নিয়মশৃঙ্খলা পরিপন্থী তথা অসদাচরণের শামিল যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মতে "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হয় নি। মাদক গ্রহণ সংক্রান্তে প্রাপ্ত ভিডিওটির বিষয়ে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি যা তার আনুগত্যের অভাব (insubordination) মর্মে প্রতীয়মান হয়। অভিযোগের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(২)(ক) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস (বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৭৫), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, খুলনায় সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, বিধায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(২)(ক) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৪ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৭.০০.০০০০.০৮২.১২.০০৩.২০২৩.৩০০—বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত দুইজন কর্মকর্তাকে তাঁদের নামের পাশে বর্ণিত তারিখ হতে গ্রেড-৩ পদে ভূতাপেক্ষভাবে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদানের তারিখ
১.	জনাব মোঃ গোলাম রহমান (পরিচিতি নম্বর: ০০১-০০১-২৬২) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	১৩-১২-২০২১ খ্রি.
২.	জনাব সোহেল আহমেদ (পরিচিতি নম্বর: ০০১-০০১-৩০৪) মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	২৫-০৬-২০২৩ খ্রি.

শর্তাসমূহ:

(ক) প্রদত্ত ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা শুধু চাকরির ধারাবাহিকতা, বেতন নির্ধারণ ও পেনশনকাল গণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

(খ) বর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয় এর জন্য কোনো অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না; এবং

(গ) বর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয়ের পদোন্নতি ও অন্যান্য বিষয় প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে নির্ধারিত হবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আশফাকুল নুমান
উপসচিব।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
তদন্ত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১০ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৩.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০০০৪.২৫/৫.৩৫৭—যেহেতু জনাব আব্দুল মালেক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল গত ৩১-০৭-২০১৯ খ্রি. হতে ৩১-০৮-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজাপুর এলএসডি, ঝালকাঠি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ৩০-০৪-২০২০ খ্রি. এর চা/২০/৭৩৫৮৩৭ নম্বর খামাল হতে জি আর খাতে ডিও নম্বর ৬২১৭৬২০, ৬২১৭৬২৬, ৬২১৭৬২৪, ৬২১৭৬৩০, ৬২১৭৬৩১ এর বিপরীতে যথাক্রমে ৭.০০০, ১.৬০০, ৭.০০০, ৪.০০০ ও ১০.৪৬৯ মে. টন মোট ১০১৬ বস্তায় ৩০.০৬৯ মে. টন চাল বিলি বিতরণ করার সময় যোগফল ১০১৬ বস্তায় ৩০.০৬৯ মে. টন এর স্থলে ১২৫৩ বস্তায় ৩৭.০৬৯ মে. টন লিখে (১২৫৩-১০১৬) = ২৩৭ বস্তায় (৩৭.০৬৯-৩০.০৬৯)=৭.০০০ মে. টন চাল আত্মসাৎ করেন মর্মে নিরীক্ষা আপত্তিতে উত্থাপিত হয় এবং উক্ত ৭.০০০ মে. টন আত্মসাতের ফলে সরকারি ক্ষতি দ্বিগুন হারে ৬,০৮,৮১৮/- (ছয় লক্ষ আট হাজার আটশত আঠারো) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার নির্দেশনা থাকলেও তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে একক হারে ৩,০৪,৪০৯/- (তিন লক্ষ চার হাজার চারশত নয়) টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন যা সরকারি নিয়ম-নীতির প্রতি তার উদাসীনতা ও খাম- খেয়ালীপনার সাক্ষ্য বহন করে; এবং

যেহেতু, জনাব আব্দুল মালেক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল; প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজাপুর এলএসডি, ঝালকাঠি এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও (ঘ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ২৩-০৮-২০২৩ খ্রি. এর ৭১৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করায় তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় মামলার জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিকালে তার প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য জনাব নকীব সাদ সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশালকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(খ) অনুযায়ী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড আরোপ করা হয় এবং অভিযুক্তের নিকট থেকে সরকারি ক্ষতির দণ্ডমূলক অবশিষ্ট ৩,০৪,৪০৯/- (তিন লক্ষ চার হাজার চারশত নয়) টাকা পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে জমা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব আব্দুল মালেক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল; প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজাপুর এলএসডি, ঝালকাঠি খাদ্য অধিদপ্তরের ০২-১২-২০২৪ খ্রি. এর ১০৬২ নং স্মারকের প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত বিভাগীয় মামলার রায়ের বিরুদ্ধে যথাসময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে আপিল আবেদন দাখিল করেন এবং ২৮-০৫-২০২৫ খ্রি. তারিখে তার আপিল শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, আপিল শুনানীতে জনাব আব্দুল মালেক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল; প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজাপুর এলএসডি, ঝালকাঠি এর মৌখিক বক্তব্য এবং লিখিত জবাবে জানান যে, ৩০-০৪-২০২০ তারিখে গুদামে কাজের অতিরিক্ত চাপ, বিশেষ করে জিআর ও মৎস্য ভিজিএফ খাতের চাল বিতরণের সময় মানুষের ভিড়ের কারণে বিতরণ প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে সম্ভবত একজন প্রকল্প চেয়ারম্যান জিআর খাতে দুইবার ৭,০০০ মে. টন চাল ডেলিভারি গ্রহণ করেন, যার ফলশ্রুতিতে এই ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এছাড়াও ২০১৮-২০২২ সনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় এই ৭,০০০ মে. টন চালে ঘাটতি ধরা পড়লে তিনি ১৪-০৩-২০২৩ তারিখে সোনালী ব্যাংক, রাজাপুর শাখায় ১৫ নং চালানের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে একক হারে ৩,০৪,৪০৯/- টাকা জমা দিয়েছেন। তিনি আরো দাবি করেছেন যে, এটি ইচ্ছাকৃত আত্মসাৎ নয়, বরং কাকতালীয় গাণিতিক ভুল এবং ডেলিভারির সময় প্রকল্প চেয়ারম্যান কর্তৃক একই খাতের একাধিক ডিও থাকার কারণে সুযোগের অপব্যবহার হয়েছে, যা তার দৃষ্টিগোচর হয়নি; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব আব্দুল মালেক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজাপুর এলএসডি, ঝালকাঠি এর ব্যক্তিগত আপিল শুনানী, ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জবাব, তৎসংলগ্ন রেকর্ডপত্রাদি বিশ্লেষণ এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের উপর আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত বলে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব আব্দুল মালেক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল; প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজাপুর এলএসডি, ঝালকাঠি এর উপর আরোপিত দ্বিগুণ হারে দণ্ডমূলক জরিমানার অর্ধেক ৩,০৪.৪০৯/- (তিন লক্ষ চার হাজার চারশত নয়) টাকা পরিশোধ করেছেন মর্মে সিটিআর পরীক্ষায় সঠিক পাওয়া যায় এবং তার চাকুরীর মেয়াদ ২ বছর অবশিষ্ট রয়েছে; এবং

সেহেতু, মানবিক দিক বিবেচনায় অভিযুক্ত জনাব আব্দুল মালেক, খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল; প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজাপুর এলএসডি, ঝালকাঠি-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(খ)এর স্থলে উপবিধি ২(ক) মোতাবেক 'তিরষ্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো। খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড হতে অভিযুক্তকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তবে দণ্ডমূলক জরিমানার অবশিষ্ট ৩,০৪,৪০৯/- (তিন লক্ষ চার হাজার চারশত নয়) টাকা তাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশের কপি দেয়া হোক।

মোঃ মাসুদুল হাসান
সচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০১২.২৫-৯২—যেহেতু, জনাব নিমাই কুমার দত্ত, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), খানসামা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর (সাবেক চিফ ইন্সট্রাক্টর, টিটিসি, দিনাজপুর)-এর বিরুদ্ধে দিনাজপুর টিটিসিতে কর্মরত থাকাকালীন ৮৯,৩৯৫/- টাকা অতিরিক্ত সম্মানী উত্তোলন সংক্রান্ত অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; এবং

০২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করেন;

০৩। সেহেতু, উক্ত বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব নিমাই কুমার দত্ত, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), খানসামা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর (সাবেক চিফ ইন্সট্রাক্টর, টিটিসি, দিনাজপুর)-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া
সিনিয়র সচিব।

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শাখা

পরিপত্র

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩২/১০ জুলাই ২০২৫

নং ১৮.০০.০০০০.০১৭.১১.০১৪.২১-৪২০—নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি (চট্টগ্রাম, বরিশাল, পাবনা, রংপুর, সিলেট) ও ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট (চট্টগ্রাম, মাদারীপুর)-এ আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা ক্রয়ের জন্য "আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫"- এর 'তফসিল-ক' অনুসরণপূর্বক নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

(ক) কমিটির গঠন:

আহবায়ক

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

সদস্য

২. সংশ্লিষ্ট মেরিন একাডেমি/ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট-এর প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

৩. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

(খ) কমিটির কার্যপরিধি (TOR):

(ক) এ কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানের জন্য আউটসোর্সিং সেবা ক্রয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ করবে;

(খ) সেবাকর্মীর সেবামূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তাসহ আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে;

(গ) সেবার মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা বিবেচনাপূর্বক এ কমিটি সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে; এবং

(ঘ) ২০০৮ সালের আউটসোর্সিং নীতিমালার আওতায় সৃজিত আউটসোর্সিং পদ এবং আউটসোর্সিংযোগ্য বিদ্যমান যেকোনো পদ শূন্য হলে তা বিলুপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২।এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আতাহার মিয়া
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩২/১৪ জুলাই ২০২৫

নং বিচার-১/২ এল-৩/২০০৬-৫১৯—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে মাদারীপুর জজশীপের প্রাক্তন সহকারী জজ [২২তম বিসিএস (বিচার)/১ম বিজেএস-এর কর্মকর্তা] জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম খান-এর চাকরি হতে ইস্তফাপত্রটি ভূতাপেক্ষভাবে ২২-১১-২০১৬ তারিখ হতে কার্যকরসহ কোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা প্রদান ব্যতিত গৃহীত হলো এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ও পদোন্নতিসহ পুনর্বহালের আবেদন নথিবদ্ধ/নামঞ্জুর করা হলো।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ.এফ.এম গোলজার রহমান
উপসচিব (প্রশাসন-১)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৩ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৭.২৭.২১৬.২৩-৫৫—যেহেতু, জনাব আবদুস সাত্তার সিকদার, সহকারী জরিপ অফিসার (সহকারী পরিচালক, চলতি দায়িত্ব) (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানায় ২৯-০৭-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে রুজুকৃত ০৭ নম্বর মামলায় ২৯-০৭-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে গ্রেফতার হন এবং হাজতবাস করেন; এবং

যেহেতু, তাকে সরকারি চাকরি আইন, ২০18 এর ৩৯(২) ধারা মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৯-১০-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৩৭.২৭.২১৬.২৩-৩৩৮ নম্বর স্মারকমূলে তার গ্রেফতারের তারিখ অর্থ্যাৎ ২৯-০৭-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জি. আর ৬৪/২০২৩ (রাজাপুর থানার মামলা নং ০৭, তারিখ: ২৯-০৭-২০২৩ খ্রি:) নম্বর মামলার ০২-০১-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের রায়ে বেকসুর সাব্যস্তে খালাসপ্রাপ্ত হন; এবং

যেহেতু, ২৯-০৫-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের ১৮ নম্বর ক্রমিকের ইনফরমেশন স্লিপের তথ্য মোতাবেক উল্লিখিত রায়ের বিরুদ্ধে ২৯-০৫-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত কোনো আপিল বা রিভিশন দায়ের হয়নি; এবং

যেহেতু, বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত ১৩/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (ক) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হয়;

সেহেতু, জনাব আবদুস সাত্তার সিকদার, সহকারী জরিপ অফিসার (সহকারী পরিচালক, চলতি দায়িত্ব) (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর-এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্দ্বারা প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল অর্জিত ছুটি হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বিধি মোতাবেক আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম সালেহ আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০২ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৩.২৪.৫৬—The State Acquisitin and Tenancy Act. 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	কুড়িগ্রাম	৬৯	১০১৭	১০	নড়াইল সদর	নড়াইল	
০২	আড়পাড়া মির্জাপুর	১৮৯	৬১৫১	১০	নড়াইল সদর	নড়াইল	
০৩	পেরুলী	১৬	২৯০০	০৪	কালিয়া	নড়াইল	
০৪	লোহাগড়া	৮৯	১৫৫৬	১৩	লোহাগড়া	নড়াইল	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ২৬০/১৫ নং সিভিল রিভিশন মামলার কারণে ১৩৮ নং খতিয়ান ব্যতিত।
০৫	ভাবদিয়া	৪০	২৫৩৯	০৪	মহেশপুর	ঝিনাইদহ	
০৬	উত্তর বোয়ালিয়া	২১	২৫৩৪	০৩	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
নীতি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ জুন ২০২৫

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬০.২২.০০৪.২২-৬৪—জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এর পর্যটনের উপখাতসমূহের ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত পর্যটন কার্যক্রম (Tourism Activities) এ "Online Travel Related Activities"-কে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩২/১০ জুলাই ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৪.২৫-১৮৮—জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, পিপিএম, (বিপি-৭৮০৫১১০১২৭) বর্তমানে উপ-পুলিশ কমিশনার, জিএমপি, গাজীপুর ইতঃপূর্বে উপ-পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে জনৈক জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম রুমেল (Country Director, Focus-R Consultancy & Technologist Private Ltd, Bangladesh)-এর সাথে লভ্যাংশের প্রত্যাশায় ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য তাকে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের চেক নং SB/862611 প্রদান করেন। উক্ত চেকে তিনি নিজে ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা লিখেছেন এবং প্রাপকের ঘর খালি রেখেছেন যা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ১৫(২), ১৭(১) এর পরিপন্থি। তিনি জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে পদায়নের জন্য সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্টতার দাবি করা জনৈক মোঃ তাজুল ইসলাম রুমেলকে ২২,৫০,০০০/- (বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) নগদ টাকা এবং জামানত হিসেবে একটি চেক প্রদান করেন, যা তিনি তার লিখিত বক্তব্যে স্বীকার করেছেন। পরবর্তীতে পুলিশ সুপার হিসাবে পদায়ন না পাওয়ায় এবং প্রদত্ত টাকা/জামানত হিসাবে দেয়া চেক ফেরত না পাওয়ায় তিনি জনৈক মোঃ তাজুল ইসলাম রুমেলের সাথে বিবাদে লিপ্ত হন যা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি-২০, ৩০ এর পরিপন্থি। তার এহেন কর্মকাণ্ড অকর্মকর্তাসুলভ ও অপেশাদারিত্বের শামিল এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ'-এর আওতাভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় গত ৩০-০৪-২০২৫ তারিখ ১০৫ নং স্মারকমূলে ০১৪/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২৭-০৫-২০২৫ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৯-০৭-২০২৫ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

০২। শুনানিকালে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, অনুসন্ধান প্রতিবেদন, উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়েছে।

০৩। এমতাবস্থায়, জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, পিপিএম, (বিপি-৭৮০৫১১০১২৭) বর্তমানে উপ-পুলিশ কমিশনার, জিএমপি, গাজীপুর ইতঃপূর্বে উপ-পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, অনুসন্ধান প্রতিবেদন, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনায় এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২) উপবিধি (১)(ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত]

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মজুরি বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ আষাঢ় ১৪৩২/২৩ জুন ২০২৫

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৯.০০২.১৬-৬২—নং-৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৯.০০২.১৬-২৮, তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ মোতাবেক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩৮ উপ-ধারা (৪) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব শফর আলী, সভাপতি, শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন, (রেজি নং চট্টঃ ২৫), শাহ নিকেতন, ৬১৩, সিডিএ এভিনিউ, দামপাড়া, চট্টগ্রাম-কে 'জাহাজ ভাঙ্গা' শিল্প সেক্টরে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি হিসেবে নিম্নতম মজুরি বোর্ড অতঃপর উক্ত বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর সদস্য নিয়োগ করা হয়; এবং

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ উক্ত বিধিতে উল্লিখিত, এর ১২৩(৫)(৬) বিধান এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার 'জাহাজ ভাঙ্গা' শিল্প সেক্টরে উক্ত বোর্ডের শ্রমিকগণের প্রতিনিধি জনাব শফর আলী এর আসন এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৩ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০০৫.১৬.৬৯—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন "টি প্যাকেটিং" শিল্প সেক্টর, অতঃপর উক্ত শিল্প সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, এর শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের তফসিল-ক ও তফসিল-খ তে বর্ণিত মজুরির হারকে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, যথাক্রমে উক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য নিম্নতম মজুরি হার হিসাবে ঘোষণা করিল, যথা:—

তফসিল 'ক'

শ্রমিকদের জন্য মাসিক নিম্নতম মজুরি হার

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক শ্রেণিবিভাগ (গ্রেড) ও পদবিন্যাস	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৪০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	উচ্চতর দক্ষ (গ্রেড-১): ১। মেইন্টেন্যান্স ইন-চার্জ ২। সিনিয়র মেকানিক	১৬০৭০/-	৬৪২৮/-	৯০০/-	৬০০/-	২৩৯৯৮/-
২।	দক্ষ-১ (গ্রেড-২): ১। ডেপুটি মেইন্টেন্যান্স ইন-চার্জ ২। মেকানিক ৩। সিনিয়র মেশিন অপারেটর ৪। সিনিয়র জেনারেটর অপারেটর ৫। সিনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান	১২৮৫০/-	৫১৪০/-	৯০০/-	৬০০/-	১৯৪৯০/-
৩।	দক্ষ-২ (গ্রেড-৩): ১। জুনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান ২। চেকার ৩। জুনিয়র মেকানিক ৪। প্যাকার লিডার ৫। প্লাম্বার ৬। মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান ৭। জেনারেটর অপারেটর ৮। কার্পেন্টার	১১১৮০/-	৪৪৭২/-	৯০০/-	৬০০/-	১৭১৫২/-

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক শ্রেণিবিভাগ (গ্রেড) ও পদবিন্যাস	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৪০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪।	আধা দক্ষ (গ্রেড-৪) ১। জুনিয়র জেনারেটর অপারেটর ২। জুনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান ৩। প্যাকার ৪। ওয়েম্যান (ওজনদার) ৫। সিলিংম্যান ৬। অপারেটর হেলপার ৭। ব্লেন্ডিংম্যান ৮। অয়েলম্যান ৯। ইলেকট্রিক হেলপার	৯৭২০/-	৩৮৮৮/-	৯০০/-	৬০০/-	১৫১০৮/-
৫।	অদক্ষ (গ্রেড-৫) ১। জুনিয়র প্যাকার ২। সাধারণ শ্রমিক ৩। ঝাড়ুদার	৭৫০০/-	৩০০০/-	৯০০/-	৬০০/-	১২০০০/-
৬।	শিক্ষানবিশ শ্রমিক	(ক) শিক্ষানবিশীকাল ৩ (তিন) মাস। তবে শর্ত থাকে যে, একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশীকাল আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে, যদি কোনো কারণে প্রথম ৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিশীকালে তাহার কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়। (খ) শিক্ষানবিশীকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে = ৯,০০০/- টাকা মজুরি প্রাপ্ত হইবেন। (গ) শিক্ষানবিশীকাল সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।					

তফসিল "খ"

কর্মচারীদের জন্য মাসিক নিম্নতম মজুরি হার

ক্রমিক নম্বর	কর্মচারী শ্রেণিবিভাগ (গ্রেড) ও পদবিন্যাস	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৪০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	গ্রেড-১ 'এ' : ১। ভ্যাট ইনচার্জ ২। স্টোর ইনচার্জ ৩। ডেসপাস ইনচার্জ ৪। গোডাউন ইনচার্জ ৫। প্রোডাকশন ইনচার্জ ৬। ব্লেন্ডিং ইনচার্জ ৭। ওয়েজেস ইনচার্জ ৮। ক্যাশ ইনচার্জ ৯। সিনিয়র সুপারভাইজার ১০। সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক	২১৪২০/-	৮৫৬৮/-	৯০০/-	৬০০/-	৩১৪৮৮/-

ক্রমিক নম্বর	কর্মচারী শ্রেণিবিভাগ (গ্রেড) ও পদবিন্যাস	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৪০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২।	গ্রেড-১ 'বি' : ১। ডেপুটি ভ্যাট ইনচার্জ ২। ডেপুটি স্টোর ইনচার্জ ৩। ডেপুটি ডেসপাস ইনচার্জ ৪। ডেপুটি গোডাউন ইনচার্জ ৫। ডেপুটি প্রোডাকশন ইনচার্জ ৬। ডেপুটি ব্লেন্ডিং ইনচার্জ ৭। ডেপুটি ক্যাশ ইনচার্জ ৮। ডেপুটি ওয়েজেস ইনচার্জ ৯। গোডাউন সুপারভাইজার ১০। প্রোডাকশন সুপারভাইজার	১৮৭৫০/-	৭৫০০/-	৯০০/-	৬০০/-	২৭৭৫০/-
৩।	গ্রেড-১ 'সি': ১। সহকারী ভ্যাট ইনচার্জ ২। সহকারী স্টোর ইনচার্জ ৩। সহকারী ডেসপাস ইনচার্জ ৪। সহকারী গোডাউন ইনচার্জ ৫। সহকারী প্রোডাকশন ইনচার্জ ৬। সহকারী ক্যাশ ইনচার্জ ৭। সহকারী ওয়েজেস ইনচার্জ	১৬০৭০/-	৬৪২৮/-	৯০০/-	৬০০/-	২৩৯৯৮/-
৪।	গ্রেড-২: ১। একাউন্টস ক্লার্ক ২। স্টোর কিপার ৩। সুপারভাইজার ৪। ক্যাশিয়ার ৫। বিল ক্লার্ক	১২৮৫০/-	৫১৪০/-	৯০০/-	৬০০/-	১৯৪৯০/-
৫।	গ্রেড-৩ ১। ব্লেন্ডিং সুপারভাইজার ২। কোয়ালিটি কন্ট্রোল সুপারভাইজার ৩। ড্রাইভার ৪। এটেনডেন্স ক্লার্ক ৫। গোডাউন ক্লার্ক ৬। সহকারী স্টোর কিপার ৭। কম্পিউটার অপারেটর ৮। গোডাউন এসিসট্যান্ট ৯। জুনিয়র ক্লার্ক ১০। ডেসপাস ক্লার্ক	১১১৮০/-	৪৪৭২/-	৯০০/-	৬০০/-	১৭১৫২/-
৬।	গ্রেড-৪ ১। ডেসপাস সহকারী ২। ডেসপাস ম্যান ৩। সিনিয়র সার্ভিস এসিসট্যান্ট ৪। বাবুর্চি ৫। জুনিয়র সুপারভাইজার ৬। জমাদার ৭। টাইম কিপার	৯৭২০/-	৩৮৮৮/-	৯০০/-	৬০০/-	১৫১০৮/-

ক্রমিক নম্বর	কর্মচারী শ্রেণিবিভাগ (গ্রেড) ও পদবিন্যাস	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৪০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৭।	গ্রেড-৫ ১। টি বয় ২। পিয়ন ৩। নাইট গার্ড ৪। দারোয়ান ৫। ডেলিভারি ম্যান ৬। ভ্যানম্যান ৭। ট্রাক সহকারী ৮। জুনিয়র সার্ভিস এসিসট্যান্ট ৯। ক্লিনার ১০। মালি ১১। সুইপার ১২। হেলপার ১৩। সহকারী বাবুর্চি ১৪। ড্রাইভার এসিসট্যান্ট	৮৮৩০/-	৩৫৩২/-	৯০০/-	৬০০/-	১৩৮৬২/-
৮।	শিক্ষানবিশ কর্মচারী:	(ক) শিক্ষানবিশীকাল ০৬ (ছয়) মাস (খ) শিক্ষানবিশীকালে শিক্ষানবিশ কর্মচারী মাসিক সর্বসাকুল্যে = ১০৩০০/- টাকা মজুরি প্রাপ্য হইবেন। (গ) শিক্ষানবিশীকাল সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।				

শর্তাবলি

১। এই তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি হার বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার “টি প্যাকেটিং” শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। এই তফসিলে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে, উহা যথাযথ শ্রেণিতে/গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

৩। তফসিলে উল্লিখিত শ্রমিক কর্মচারীগণ বর্তমানে যে গ্রেডে কর্মরত আছেন সেই গ্রেডেই তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই মজুরি কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক তাহার মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে। কোনো শ্রমিক ও কর্মচারীকে নিম্নতর গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৪। সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির পর হইতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া সংশ্লিষ্ট মজুরি রেজিস্টারভুক্তকরত মজুরি স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তফসিল “ক” ও তফসিল “খ” এ উল্লিখিত মজুরি মাসিক নিম্নতম মজুরি হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রদান করা যাইবে না। এছাড়া উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা অধিকহারে মজুরি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৬। নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে/এককভাবে বা শ্রমিকপক্ষের সাথে যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক/কর্মচারীগণকে অধিক হারে মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, উক্ত শ্রমিকও, “বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫)” অনুযায়ী “শ্রমিক” বলিয়া গণ্য হইবেন। কোনো শ্রমিকের ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে, সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। ঠিকাদার, নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক শ্রমিকের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরী কোনোক্রমেই প্রদান করিতে পারিবেন না।

৮। শর্ত (৭) এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার, “বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা ১৬১” এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। উক্ত শিল্প সেক্টরের কোনো মালিক যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) অথবা দৈনিক ভিত্তিক (Time rate/Daily basis) মজুরি প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তফসিলে উল্লিখিত হারে ও উপরি-উক্ত শর্তাধীনে মজুরির হার এইরূপে সংশোধন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রাপ্ত না হন।

১০। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি ও বিভিন্ন ভাতাদি ছাড়াও শ্রমিক/কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা পাইয়া থাকেন, তাহা “বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬” এর ধারা ২(১০), ধারা ১০৮ এবং ধারা ৩৩৬ এর বিধান মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

১১। তফসিলে উল্লিখিত "নিম্নতম মজুরি" সমন্বয়সহ ০১ (এক) বছরে কর্মকাল অতিক্রান্তে শ্রমিক/কর্মচারীগণের মূল মজুরি ইতোমধ্যে প্রাপ্ত মজুরির ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে। পরবর্তী বৎসরেও উহা একই হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা: যদি একজন শ্রমিকের মূল মজুরি ৭৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা হয়; তবে এক বৎসর কর্মরত থাকার পর তাহার বাৎসরিক মজুরি ৫% হারে বৃদ্ধি পাইয়া মূল মজুরি ৭৮৭৫/- (সাত হাজার আটশত পঁচাত্তর) টাকা হইবে। পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ মূল মজুরি ৭৮৭৫/- (সাত হাজার আটশত পঁচাত্তর) টাকার ৫% হারে বৃদ্ধি পাইয়া ৮২৬৮.৭৫ (আট হাজার দুইশত আটষট্টি টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা হইবে।

১২। উক্ত শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিক/কর্মচারীগণ "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫" এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি অনুযায়ী ভাতাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

১৩। মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের শ্রমিক/কর্মচারীগণ এর মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

১৪। এই প্রজ্ঞাপনের কোনো অংশ বাংলাদেশে প্রচলিত "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫" এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে উক্ত অংশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.০৩৩.৫৯.২৪-৭১—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "এশিয়ান পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০২, ১০৩,১০৫ এবং ১১৪(১) এর বিধানের প্রয়োগ হতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ০১ জুলাই ২০২৫ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি:

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কেন্দ্রীয় তহবিলে/ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতে হবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান করতে হবে;

৪। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৫। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রশাসন শাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩২/১৩ জুলাই ২০২৫

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.০৬.০২৫.২৪.২৮৪—বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি জাতীয় পরিবহন ব্যবস্থা। সমগ্র রেলওয়ে প্রশাসনের কর্মচারী নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ রেলওয়ে সমবায় ঋণদান সমিতি (সীমিত), চট্টগ্রাম-এর সদস্য সংখ্যা ২৪,৩০০ জন। এত অধিক সংখ্যক রেলওয়ে কর্মচারীদের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির জন্য একসাথে ছুটি প্রদান করা হলে রেল পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে এবং দাপ্তরিক কাজে অচলাবস্থার সৃষ্টিসহ জনস্বার্থ ব্যাহত হতে পারে।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, রেল পরিচালনা নির্বিঘ্ন রাখা ও দাপ্তরিক কাজ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ রেলওয়ে সমবায় ঋণদান সমিতি (সীমিত), চট্টগ্রাম-এর কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩)-এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার জনস্বার্থে উক্ত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতিনিধি/ডেলিগেট-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের জন্য সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত-২০২০)-এর ২১(১) বিধির প্রয়োগ হতে এককালীন অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমীনুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩২/৯ জুলাই ২০২৫

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৯৮.১৬-১৬৬—যেহেতু, জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, সমাজসেবা অফিসার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সদর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা পূর্ববর্তী কর্মস্থল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জে কর্মকালে বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা সংক্রান্ত বই বিতরণ বরাদ্দের তুলনায় বেশি তৈরি করতঃ নির্বাচিত উপকারভোগীদের অনেক-কে মৃত দেখিয়ে তাঁদের স্থলে অন্যদের নাম অন্তর্ভুক্তকরতঃ ভাতা বিতরণ; ধর্মপাশা উপজেলার জয়শ্রী ইউনিয়নের জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৩ এবং জানুয়ারি-জুন ২০১৪ মেয়াদে বয়স্কভাতা বিতরণ তালিকার ক্রমিক নম্বর: ৪৪ এ বর্ণিত ভাতাভোগী হিমানী সরকার (স্বামী প্রকাশ সরকার, গ্রাম-জয়শ্রী, ওয়ার্ড নং ০২, ভাতা পরিশোধ বহি নং: ৬৪০, ব্যাংক হিসাব নং: ১৩-২৮৯২) কে মৃত দেখিয়ে ভাতা বিতরণ করেননি;

০২। যেহেতু, তিনি জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৪ মাসের বিতরণ তালিকার ৪৮ নং ক্রমিকে পুনরায় হিমানী সরকারকে জীবিত দেখিয়ে ভাতা বিতরণ করেন। তিনি জীবিত ভাতাভোগীকে মৃত দেখিয়ে আর্থিক দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতায় জড়িত হয়েছেন। তদন্তকালে তিনি নীতিমালা অনুযায়ী ভাতা বিতরণের নিমিত্ত অপেক্ষমান তালিকার কোন রেজিস্টার দেখাতে পারেননি এবং ভাতা বিতরণ রেজিস্টারে উপকারভোগীদের তালিকায় ফ্লুইড ব্যবহার, ঘষামাজা ও অভার-রাইটিং করেছেন; বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৩ এর ধারা-১৩(২)খ অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার নিয়ম থাকলেও তিনি একক স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করেছেন;

০৩। যেহেতু, তিনি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ভাতাভোগীদের অগ্রাধিকার তালিকা না করে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করার মানসে নিজের পছন্দের লোককে ভাতা প্রদান করেছেন; বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধীভাতা প্রদানে অনিয়ম, দুর্নীতি, বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩ এর নীতি ১৩(২)(খ) অনুযায়ী যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা না করা এবং নীতিমালা উপেক্ষা করতঃ নিজের পছন্দের লোককে ভাতা প্রদানের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০৯/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় (স্মারক নম্বর : ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৯৮. ১৬.১৩৯, তারিখ ১৩ অক্টোবর ২০১৬);

০৪। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জবাব দাখিল করতঃ ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় (স্মারক নম্বর: ৪১.০০.০০০০.০৩৬. ২৭.০৯৮.১৬.৩৪৬, তারিখ: ০৭ আগস্ট ২০১৮)। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগের বিষয়ে বিধিমত তদন্ত করতঃ প্রতিবেদন দাখিল করেন (স্মারক নম্বর : ১১.০০.০০০০.০০১.৫.১২৭.১৯.১০৭, তারিখ : ০৫ নভেম্বর ২০১৯);

০৫। যেহেতু, দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ অভিযোগ সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

০৬। যেহেতু, জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, সমাজসেবা অফিসার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সদর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা (সাবেক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ)-কে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় (স্মারক: ২৪৫, তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২১)। তাঁর দাখিলকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করেননি বিধায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাবটি গ্রহণযোগ্য হয়নি;

০৭। যেহেতু, জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, সমাজসেবা অফিসার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সদর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা (সাবেক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ (৩) (ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" দণ্ডারোপ প্রদান করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক একমত পোষণ করা হয়েছে (স্মারক নম্বর ৪, তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) (শাখায় প্রাপ্তির তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

০৮। সেহেতু, জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, সমাজসেবা অফিসার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সদর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা (সাবেক উপজেলা সমাজসেবা অধিদফতর অফিসার, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ)-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ০৯/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৯। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২/০৮ জুলাই ২০২৫

নং ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০১৪.২১-১৬৪—যেহেতু, বেগম হেলেনা নূর, সমাজসেবা অফিসার (রেজিস্ট্রেশন), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে সাবেক কর্মস্থল সরকারি শিশু পরিবার সংরাইশ, কোতয়ালী, কুমিল্লায় কর্মকালে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে খাদ্যদ্রব্য, স্টেশনারি ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহে উম্মুক্ত পদ্ধতিতে টেন্ডারে অনিয়ম; খাদ্যদ্রব্য, স্টেশনারি ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহে উম্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এর ৩১(৩) ধারা মোতাবেক প্রাক্কলিত ব্যয়ের ± ১০% সীমার পরিবর্তে দর প্রাক্কলিত ব্যয়ের ± ৫% শর্ত দিয়ে দরপত্র আহ্বান করার ফলে সর্বনিম্ন দরদাতা দরপত্র মূল্যায়নে মূল্যায়িত না হওয়া; তাঁর বিরুদ্ধে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এর ৩১(৩) ধারা অনুযায়ী উম্মুক্ত পদ্ধতিতে টেন্ডার কার্যক্রমের শর্ত না দিয়ে সীমিত পদ্ধতির দরপত্রের শর্ত দিয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এর বিধান লঙ্ঘন করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযোগের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ২২/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রদান করা হয় (স্মারক নম্বর: ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০১৪.২১-০৪, তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২১);

০৩। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিলকরতঃ ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। ০৯ মার্চ ২০২২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর তাঁর বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব শম্পা কুন্ডু, উপসচিব (সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব)-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় (স্মারক নম্বর: ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০১৪.২১-৯৯, তারিখ: ০৯ মে ২০২২);

০৪। যেহেতু, পরবর্তীতে বেগম হেলেনা নূর, সমাজসেবা অফিসার (রেজিষ্ট্রেশন), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে জনাব এস, এম, নোমান হাসান খান, উপসচিব-কে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় (স্মারক নম্বর: ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০১৪.২১-৮৭, তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২৫);

০৫। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব শম্পা কুন্ডু, উপসচিব, (সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব), ও পুনঃতদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব এস, এম, নোমান হাসান খান, উপসচিব কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগনামায় উল্লেখিত অভিযোগ অনুসারে সীমিত দরপত্রের শর্ত দিয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এর ৩১(৩) ধারায় বিধান সংক্রান্ত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

০৬। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তাদ্বয় কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম হেলেনা নূর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, অভিযোগে উল্লিখিত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ৩১(৩) অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু পণ্য ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অভিযুক্ত বেগম হেলেনা নূর মূলত: পণ্য ক্রয় করেছেন। এ কারণে দুজন কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত করার পরেও তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেয়া সমীচীন;

০৭। যেহেতু, বেগম হেলেনা নূর, সমাজসেবা অফিসার (রেজিষ্ট্রেশন), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ২২/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৮। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মহিউদ্দিন
সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

পর্যটন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/২৯ মে ২০২৫

নং ৩০.০০.০০০০.০১৫.২২.০০১.১৯-১৩৫/১৩—বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (সংশোধন) আইন-২০২২ এ বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য উক্ত আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক)-এর পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হলো:

প্রেসিডেন্ট

০১। মিজ নাসরীন জাহান, সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

পরিচালকবৃন্দ

০২। মিজ সায়েমা শাহীন সুলতানা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

০৩। মিজ ফাতেমা রহিম ভীনা, অতিরিক্ত সচিব (পর্যটন), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

০৪। জনাব মো: মোয়াজ্জেম হোসেন, সদস্য (কাস্টমস: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

০৫। মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস, যুগ্মসচিব, (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

০৬। জনাব মোঃ আবদুল্লাহ হাক্ কানী, যুগ্মসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

০৭। জনাব শামিমা বেগম, যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

০৮। জনাব জামিল আহমেদ, যুগ্মসচিব ও পরিচালক (বাণিজ্যিক), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

০৯। জনাব একেএম তারেক, যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

১০। সৈয়দ আফজাল হাসান উদ্দিন, ম্যানেজিং পার্টনার, সৈয়দ ইসতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটস

১১। জনাব মহিউদ্দিন হেলাল, চেয়ারম্যান, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি, স্কিল্স কাউন্সিল

০১। পরিচালনা বোর্ড অন্যূন ০২ মাস অন্তর সভা আহ্বান করতে পারবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে অন্তবর্তী সভা আহ্বান করা যাবে।

০২। যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কোন সদস্য পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে পরিচালক হিসেবে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সাইফুল ইসলাম মন্ডল
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩২/১৪ জুলাই ২০২৫

নং ১৬.০০.০০০০.০০৪.৯৯.০০২.২৪.১৫১—ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ০৬ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. তারিখের ১৬.০১.০০০০.০০১.২৬.০৩৩.২০ (ভলি-১)-৩১৩৬ সংখ্যক স্মারক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্ণরস-এর গত ১১-০২-২০২৫ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত ২২৮তম সভার ৭৩৭/ ২০২৫/২২৮ নম্বর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৫-২০২৫ খ্রি. তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৪.৯৯. ০০২.২৪.২৪.১২৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনে গঠিত কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১. বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা

সদস্য

২. জনাব মো: ফজলুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অনুদান), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্য সচিব

৩. সচিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা

কর্মপরিধি:

(ক) কমিটি আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে বিগত সরকারের আমলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে এতদ্বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(খ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ.এইচ.এম আক্তারুজ্জামান
সহকারী সচিব।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

মানব সম্পদ শাখা-১

শোক-প্রস্তাব

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩২/১০ জুলাই ২০২৫

নং **১১.০০.০০০০.৮০৩.৪৫.১৫২.১৬.২৮১**—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের (অবসর উত্তর ছুটি ভোগরত) সিনিয়র সহকারী সার্জেন্ট এ্যাট আর্মস মো: সফিউল ইসলাম গত ১৭-০৬-২০২৫ তারিখ সকাল ৭.৩০ মিনিটে সিকেডি এন্ড উইরোলজী হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

০২। সিনিয়র সহকারী সার্জেন্ট এ্যাট আর্মস মো: সফিউল ইসলাম একজন সৎ, কর্তব্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ০২ (দুই) কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় মো: সফিউল ইসলাম-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ কামাল উদ্দিন বিশ্বাস
অতিরিক্ত সচিব
(সচিবের দায়িত্বে)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
সঞ্চয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩২/১৮ জুন ২০২৫

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৪১.২৭.০০০৬.২৫-২৮**—যেহেতু, জনাব মামুনুর রহমান মোল্লা, সহকারী পরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; এবং

০২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করে;

০৩। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব মামুনুর রহমান মোল্লা, সহকারী পরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা পাবেন।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৮.৬৭.০০০১.২৫-১০০**—জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহকারী কমিশনার, কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম; বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অধীন 'উপজেলা নির্বাচন অফিসার' পদ হতে বি.সি.এস. (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারে যোগদান করায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২ এবং বিধি-৩০০(বি) অনুযায়ী তাঁর মোট পেনশনযোগ্য চাকুরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তে পূর্বতন চাকরির (০১-০১-২০২০ খ্রি. হতে ১৪-০১-২০২৫ খ্রি.) ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হলো :

(ক) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(খ) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

তারিখ: ১১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৮.৬৭.০০০৬.২৩-১২৮**—জনাব মুশতাক আহমেদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী এর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদ হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট অনুবিভাগে "সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা" হিসেবে যোগদান করায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২(২) এবং বিধি-৩০০(বি) অনুযায়ী তাঁর মোট পেনশনযোগ্য চাকুরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তে পূর্বতন চাকরির (০৪-১২-২০১৭ হতে ১৪-০৯-২০২৪) ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হলো :

শর্তসমূহ :

(ক) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(খ) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৮ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৮.৬৭.০০০৬.২৩-১৩১**—জনাব রনি রুজ্জামান, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এর বাংলাদেশ পুলিশ এস আই (নিরস্ত্র) পদ হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট অনুবিভাগে "সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা" হিসেবে যোগদান করায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২(২) এবং বিধি-৩০০(বি) অনুযায়ী তাঁর মোট পেনশনযোগ্য চাকুরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তে পূর্বতন চাকরির (২৮-০১-২০১৯ হতে ১০-০৩-২০২৪) ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হলো :

শর্তসমূহ :

(ক) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(খ) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৬ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩২/১৩ জুলাই ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.০৬০.১১.০১০.২০(অংশ-১).৪২১**—বাংলাদেশ নৌবাহিনী এ্যাঃ লেঃ রাহনুমা শাওলিন ঐশী, (এল), বিএন (পি নং ৩৬৮১)-কে নৌ অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ১৭(১) এবং নৌ প্রবিধান, ১৯৬১ এর অনুচ্ছেদ ০৮০১(এফ) মোতাবেক প্রশাসনিক আদেশে নৌবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম. জে. আরিফ বেগ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২/০৮ জুলাই ২০২৫

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০৬.৩৯.২০১৯-৩৯৮**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ৪২ক(২) ধারার বিধান অনুযায়ী ঢাকা ওয়াসার কর্মসম্পাদনে সহায়তার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের ০২-০২-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৬২নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত কমিটিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নোক্তরূপে কমিটি পুনর্গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

(১) মিজ সুরাইয়া আখতার জাহান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা
(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(৪) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি
(৫) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(৬) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর প্রতিনিধি
(৭) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
(৮) জনাব মোহাম্মদ এজাজ, পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধি
(৯) জনাব আহনাফ সাঈদ খান, ছাত্র প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(১০) সচিব, ঢাকা ওয়াসা

২। গঠিত কমিটি 'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ৪২ক(২) ও (৩) ধারার বিধান অনুযায়ী ঢাকা ওয়াসার কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদান করবেন এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩২/০৯ জুলাই ২০২৫

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.০৪.২০১৮-৪০৪**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ৪২ক(২) ধারার বিধান অনুযায়ী চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মসম্পাদনে সহায়তার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের ০২-০২-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৬৩নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত কমিটিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম ওয়াসাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নোক্তরূপে কমিটি পুনর্গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

(১) জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম ওয়াসা
(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(৪) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি
(৫) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(৬) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর প্রতিনিধি
(৭) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
(৮) জনাব রাসেল মিয়া, ছাত্র প্রতিনিধি
(৯) বেগম সায়েদা জেরিনা হোসেন, পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(১০) জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম (উপসচিব), বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম ওয়াসা

২। গঠিত কমিটি 'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ৪২ক(২) ও (৩) ধারার বিধান অনুযায়ী চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদান করবেন এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশফিকুন নাহার
উপসচিব।